৪ অনুসন্ধানের উদ্দেশ্য সরকারী উদ্যোগ -
আধুনিক ভারতের জনসমাজকে বহুধা বিভক্ত করেছে। এবং এ নিয়ে অনেক সামাজিক বিক্ষোভ - বিদ্রোহ এবং হিংসাত্মক আন্দোলনের সৃষ্টি হয়েছে।

জাতি ও রাজনীতির মধ্যে সম্পর্কের অস্তিত্ব অনস্বীকার্য। কিন্তু এক্ষেত্রে দুটি বিষয় গুরুত্বসহকারে বিচার - বিবেচনা করার দরকার। এই দুটি বিষয় হল - এক, বিদ্যমান রাজনীতিক ব্যবস্থায় স্থানভার বণ্টন ব্যবস্থার প্রকৃতি অনুধাবন এবং দুই, রাজনীতিক প্রক্রিয়ায় জাতি কি ভাবে প্রবেশের সুযোগ পায় তা অনুধাবন।

স্বাধীন ভারতের স্থানভার কাঠামোর গুণগত ও পরিমাণগত পরিবর্তন ঘটেছে। এই পরিবর্তনের ক্ষেত্রে ভূমিসংস্কারমূলক আইনী ব্যবস্থা, সার্বজনীন প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকারের ব্যবস্থা এবং পঞ্চায়েতীরাজ ব্যবস্থা - এই বিভিন্ন বিধি - সাংবিধানিক বা আইনমূলক ব্যবস্থার ঐতিহাসিক অবদান অনস্বীকার্য। পুঞ্জীকৃত প্রতিষ্ঠান সমূহের হাতে স্থানভার হস্তান্তর জাতিগত স্থানভার প্রকৃতিতে পরিবর্তন ঘটেছে। এই পরিবর্তনমূলক জাতি ও রাজনীতির মধ্যে সম্পর্কের প্রকৃতিগত পরিবর্তন ঘটেছে। আবার, গণতন্ত্রে রাজনীতিক ব্যবস্থায় জাতিগোষ্ঠীগুলির রাজনীতিক কার্যকলাপ বিশেষভাবে বৃদ্ধি পায়। সরকারী ও প্রশাসনিক স্থানভার জনসাধারণের হাতে আসে এবং জাতিগোষ্ঠীগুলি অধিকতর স্বাভাবিকভাবে বৃদ্ধি পায়।

এবং সমরক্ষা নীতির মাধ্যমে নাগরিকের ব্যক্তিগত পরিচয়ের থেকে জাতিগত পরিচয়কে প্রাধান্য দেওয়া হচ্ছে। তারফলে জাতিগত সচেতনতা বৃদ্ধি পায়। বস্তুত রাজনীতি ও জাতির মধ্যে নিবিড় সম্পর্ক ফলে রাজনীতি ও জাতি ধারণার প্রকৃতিগত পরিবর্তন ঘটে। বলা যায়ে, জাতি ও রাজনীতির সংযোগ নিবিড়।

দেশের রাজনীতিক প্রক্রিয়ায় বিভিন্ন পথে জাতি প্রবেশ করে। অনাদের সংগঠিত ক্ষেত্রসমূহে জাতিগত সংগঠন সমূহ সক্রিয়ত স্বার্থগোষ্ঠী হিসাবে সক্রিয় হয়। ক্ষেত্রবিশেষে জাতিগোষ্ঠী-ভিত্তি রাজনীতিক দলের ধারা - গঠন গ্রহণ করে বা রাজনীতিক দলে রূপান্তরিত হয়। রাজনীতিক পদ দখল করার জন্য জাতিগত আনুগত্যের জন্য আবেদন করা হয়। ভারতের অধিকাংশ রাজনীতিক দলের সাংগঠনিক ক্ষেত্রে একাধিক জাতিগত গোষ্ঠীর অস্তিত্ব দেখা যায়। তাছাড়া আইনসভা, মন্ত্রীসভা এবং পঞ্চায়েতী প্রতিষ্ঠান সমূহের মধ্যে ও এরকম জাতিগত গোষ্ঠী বা উপগোষ্ঠী দেখা যায়। বিভিন্ন রাজ্যগুলিতে বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর মানুষকে সংগঠিত হয়ে রাজ্য-রাজনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে দেখা যায়। রাজ্য-রাজনীতিতে বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর

Caste and Politics

ভারতের রাজনীতিক ব্যবস্থায় জাতি ও ধর্মের প্রভাব - প্রতিপত্তি সুবিদিত। ভারতের রাজনীতিক ব্যবস্থার ওপর জাতিপ্রথার প্রভাব সারা দেশব্যাপী পরিলক্ষিত হয়। ~~এ~~ দেশে অনুষ্ঠিত বিভিন্ন নির্বাচনের মাধ্যমে রাজনীতিক ব্যবস্থার ওপর জাতি-ব্যবস্থার প্রভাব - প্রতিপত্তি প্রতিপন্ন হয়। ইহার সুবিধাভোগ দক্ষিণ-ভারতে নয়, উত্তর ভারতের রাজনীতিতেও জাতিগত প্রভাব - প্রতিক্রিয়ার ~~বিকি~~ বিশেষভাবে লক্ষ্য।

সনাতন ভারতের জাতিভেদ প্রথা বিভিন্ন ক্ষেত্রে দেশের বিভিন্ন বিধি ক্ষতি সাধন করেছে। এই কারণে সংবিধানে অস্পৃশ্যতামূলক অজস্র রকম আচরণকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। কিন্তু সংবিধানে বিশেষ কিছু জাতি ও শ্রেণীর জন্য সংরক্ষণমূলক বিশেষ সুযোগ-সুবিধার ব্যবস্থা করা হয়েছে। সমস্যের সঙ্গে ভারতের সমাজ-ব্যবস্থার মত রাজনীতিক ব্যবস্থার পটভূমে জাতিগত প্রশ্ন প্রবেশ করেছে। ~~তপশিল~~ তপশিলী জাতি, তপশিলী উপজাতি ও অন্যান্য পশ্চাদ্‌পদ উপজাতিগুলি সামাজিক স্তর বিন্যাসের প্রেক্ষিতে ছিল নিম্নতম পর্যায়ভুক্ত। এই জাতিভোগী গুলি ও দেশের সংসদীয় রাজনীতিক ব্যবস্থায় তাদের গুরুত্ব ও শক্তি সম্বন্ধে সজাগ হয়। আবার তথাকথিত অনগ্রসর জাতিসমূহের স্বার্থে সংরক্ষণমূলক সুযোগ-সুবিধা

এ ধরণের কোয়ালিশন গঠিত, নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত হয় আধিপত্যশীল সংশ্লিষ্ট জাতি-সমূহের নেতৃস্থানীয় বাছাইকরা ব্যক্তিবর্গের দ্বারা।

বর্তমান ভারতের অঞ্চল রাজনীতিই হল জাতিগত রাজনীতি। কেন্দ্র ও রাজ্যের অঞ্চল স্তরের রাজনীতির ক্ষেত্রে একথা সত্য। এমন ও কথা বোধহয়, ভারতের কোন রাজনৈতিক দল বিশেষ বিশেষ জাতিগোষ্ঠীকে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে আশ্রয়ের হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করে। বিপরীতক্রমে ভারতের কোন কোন জাতিগোষ্ঠী নির্দিষ্ট কোন কোন রাজনৈতিকদলের প্রতি তাদের অনমনীয়তাকে সীমাবদ্ধ রাখে।

পরিশেষে, জাতি যেমন রাজনীতিকে প্রভাবিত করে, তেমনি রাজনীতি ও জাতিপ্রথাকে প্রভাবিত করে। রাজনীতি জাতিপ্রথায় পরিবর্তন সূচিত করে। জাতির অভ্যন্তরীণ সংহতি ও জাতি ব্যবস্থার ঊর্ধ্বাধঃ বিন্যাস রাজনীতির দ্বারা প্রভাবিত হয়। বলা হয় যে, জাতির রাজনীতিকরণ ঘটেছে। এবং ভারতের রাজনৈতিক ব্যবস্থার এই বিষয়টি রাজনীতিকে সমাজবিজ্ঞানীদের সামনে আলোচনার এক নতুন দিগন্ত উন্মোচিত করেছে।

—